NAME OF THE TEACHER: BARNALI BANERJEE
NAME OF THE DEPARTMENT: SANSKRIT

১.১ পাঠের প্রাসঙ্গিকতা :

শার্দূলশকটম্ সমাজ সচেতন মূলক দৃশ্যকাব্য । কবি, চরিত্র, সমাজ, রচনাশৈলী, আধুনিক জীবনধারা - এই সব কিছুই ক্রমান্বয়ে আয়নায় প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের মত করে প্রতিভাত হতে পারে এবং যাতে করে আত্মীকরণের মাধ্যমে সমাজের মঙ্গল সাধিত হতে পারে, সে প্রসঙ্গেই এই গ্রন্থের অবতারণা করা হয়েছে

১.২ পাঠের উদ্দেশ্য :-

১) ছাত্র-ছাত্রীরা আধুনিক যুগের কবি ও তাদের রচনা বিষয়ে অবগত হবে

২) কঠোপনিষদ্ - "উত্তিষ্টত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধিত- এই বাক্যটির তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারবে ।

৩) "একতাই বল" - এই উক্তিটির তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারবে

৪) জীবনে বাচার জন্য সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাতের সাথে মানিয়ে নেওয়া ।

৫) মানব সমাজকে সুনাগরিকে পরিণত হওয়ার পথ দেখানো ।

NAME OF THE TEACHER: BARNALI BANERJEE
NAME OF THE DEPARTMENT: SANSKRIT

১.৩ কবি পরিচিতি :

বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের সিলেট মণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন । ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ডিলিট উপাধি পান । তিনি ছিলেন সংস্কৃতভাষার চতুর্দশপদী কবিতার প্রবর্তক । ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে কবির জীবনাবসান ঘটে । তাঁর রচিত আধুনিকনাটকগুলি হল – শার্দূলশকটম্, শরণার্থীসংবাদঃ, সিদ্ধার্থচরিতম্, শ্রীগীতগৌরাঙ্গম্ এবং কবিকালিদাসম্ ।

১.৪ নামকরণ :

শার্দূলমুখং চিত্রিতং যৎ শকটম্ তৎ শার্দূলশটকম্ – কর্মধারয় সমাস । গ্রন্থকার এখানে তত্কালীন পরিবহন সংস্থাকর্মীদের জীবনকাহিনী অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন । যা পাঠ করলে পাঠকের হৃদয়ে রসের প্রবহমানতা দুকুলপ্লাবিত হয় । এই গ্রন্থে তত্কালীন বাংলা, কলিকাতা ও দূর্গাপুর এই তিন স্থানের পরিবহন সংস্থাকর্মীদের জীবন ইতিহাস বর্ণনা করেছেন এদের কিছুটা বাঘ পরিবহন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত এবং অধিকাংশ শার্দূলশকটম্ এই পরিবহনসংস্থার সঙ্গে যুক্ত । তাই শার্দূলশকটম্ নামকরণ যথাযথ । এইজন্য গ্রন্থাকার প্রথমেই বলেছেন –

> "যত্সংস্থাকর্মিসেবা উত্সর্গঃ প্রগুণ কুশলা কাম্য হি নিয়তং
> কৃত্স্না নিত্যোন্নতিশ্চ প্রথমপ্রকরণং মন্যতে ইহ নঃ ।
> নিন্দা যস্যা দুনোতিপ্রথিতিবচনং প্রীণাতি চ মনঃ
> তস্যৈ সন্তর্প্যতে মে প্রকরণমিদং শার্দূলশকটম্" ।।

NAME OF THE TEACHER: BARNALI BANERJEE
NAME OF THE DEPARTMENT: SANSKRIT

১.৫ চরিত্রসমূহ :

আদিশূর – সর্বাধ্যক্ষ
বিশ্বনাথ – মুখ্যপরিচালক
নির্মাল্য – পরিচালন অধিকারিক
শ্যামাঙ্ক – প্রধান শ্রমাধিকারিক

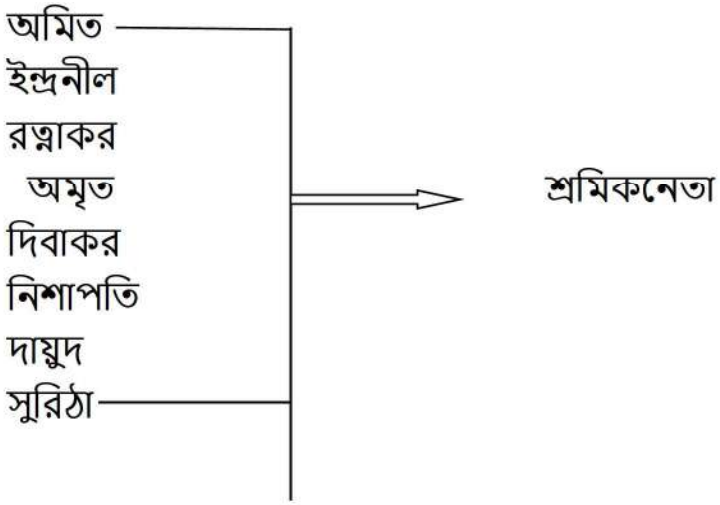

১.৬ অবতরণিকা :

সংস্কৃত ভাষা হল সমস্ত জ্ঞানের আকর ভাণ্ডার । প্রাথমিকভাবে সমগ্র সংস্কৃতসাহিত্যকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয় – বৈদিকসাহিত্য ও লৌকিকসাহিত্য । বৈদিক সাহিত্যের অবসানের পর আসে লৌকিকসাহিত্যের যুগ । লৌকিক সাহিত্য প্রথমদিকে শীর্ণকায় ছিল কিন্তু ক্রমে দর্শন, বিজ্ঞান, নাটক, অলংকার সাহিত্য প্রভৃতি শাখাগুলির সান্নিধ্যে সংস্কৃতসাহিত্য পুষ্প – ফল সমৃদ্ধ এক বৃক্ষে

NAME OF THE TEACHER: BARNALI BANERJEE
NAME OF THE DEPARTMENT: SANSKRIT

পরিণত হয়ছে । সাহিত্য বলতে আমরা বুঝি রমণীয় শব্দ ও অর্থের মিলন । এই প্রসঙ্গে সংস্কৃত আলংকারিকেরা বিভিন্ন লক্ষণ দিয়েছেন । যেমন ভামহ বলেছেন – "শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্" । সাহিত্য ও কাব্য শব্দদুটি প্রায় সমার্থক ।

বিশ্বনাথ প্রভৃতি আলংকারিকেরা সাহিত্যকে প্রথমত দুটি ভাগে ভাগ করেছেন – শ্রব্যকাব্য ও দৃশ্যকাব্য । দৃশ্যকাব্য আবার রূপকও উপরূপক ভেদে দ্বিবিধ । রূপক পুনঃ দশবিধ –নাটক, প্রকরণ , ভান, ব্যায়োগ, ডিম, ঈহামৃগ, সমবকার, অঙ্ক, বীথি ও প্রহসন ।

সংস্কৃতনাট্য সাহিত্যাকাশে যে সমস্ত জ্যোতিস্কেরা ভাস্বর তারা হলেন- অশ্বঘোষ, ভাস, কালিদাস । এদের রচনাগুলি প্রাচীনকাল থেকে পাঠকদের তথা সহৃদয়ের হৃদয়কে করেছে রোমাঞ্চিত এবং আপ্লুত । কিন্তু এখন আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তা হল – আধুনিক নাট্যকার ও নাট্যসাহিত্য ।

ঋক্বৈদিক কাল থেকেই সমাজ চারটি শ্রেনীতে বিভক্ত । সেগুলি হল – ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র । ঋক্বেদের পুরুষসূক্ত এই চার শ্রেণির সামাজের বিভাজনের উৎস্য –

যত্পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ণ ।
মুখং কিমস্য তৌ বাহূ কা ঊরু পাদা উচ্যেতে ।
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ
উরু তদস্য তদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ।

এদের মধ্যে ব্রাহ্মণের কর্ম হল – অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ । ক্ষত্রিয়ের ধর্ম হল – অধ্যয়ন, অধ্যাপনা,

NAME OF THE TEACHER: BARNALI BANERJEE
NAME OF THE DEPARTMENT: SANSKRIT

যাজন, যুদ্ধ ও দান । বৈশদের ধর্ম হল কৃষিকাজ ও পশুপালন এবং শূদ্রের কাজ হল এই তিন শ্রেণীর সেবা শুশ্রষা করা । উপরি উক্ত তিন শ্রণীর মানুষ ছাড়াও সমাজের পঞ্চম শ্রেনীরূপে পরিগনিত অপর এক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে । যারা সর্বদা অবহেলিত, নিপীড়িত ও শোষিত । সমাজে এদের ব্রাত্য বললেও অত্যুক্তি হয় না । এদের

বেশির ভাগটাই শূদ্র, এরা প্রান্তিকশ্রেনী নামেও পরিচিত । এরকমেই নিপীড়িত শ্রেনির মানুষ হল শ্রমিকরা । যাদের কাঁধে ভর করে আমাদের সমাজ দণ্ডায়মান । এরাই সমাজের মেরুদণ্ড । ইতিহাসের পাতায় সংঘঠিত শ্রমিক আন্দোলন সর্বজনবিদিত ।

প্রাচীনকালের নাট্যসাহিত্য বা কাব্যসাহিত্যের বিষয়বস্তু সম্ভোগ ও রোমান্টিকতার ভাবাবেগে আচ্ছন্ন । সেখানে স্থান পায়নি বাস্তবসমাজের নিম্নস্তরে থাকা প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষেরা । তবে আধুনিককালের নাট্যকারেরা ও কবিরা সেই অবহেলিত মানুষদের স্থান দিয়েছেন তাদের সাহিত্যে । তাদের প্রকৃত মর্যাদা দিতে ও প্রকৃত আধিকার ফিরিয়ে দিতে তারা তুলে নিয়েছেন হাতিয়ার স্বরূপ লেখনীকে ।আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয় হল শ্রমিক আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত "শার্দূলশকটম্" নামক এক অভিনব প্রকরণ শ্রেণীর দৃশ্যকাব্য । এর রচয়িতা হলেন নাট্যকার বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য ।

১.৭ সমীক্ষা – শ্রেণীবিচার :

শার্দূলশটকম্ স্ত্রীভূমিকাবর্জিত প্রকরণশ্রেণীর রূপক । গ্রন্থটির নাট্যশ্রেণী পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় যে প্রকরণ শ্রেণির দৃশ্যকাব্যের সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি এর মধ্যে দৃশ্যমান নয়, কিন্তু যেহেতু

NAME OF THE TEACHER: BARNALI BANERJEE
NAME OF THE DEPARTMENT: SANSKRIT

এটি স্বাধীনোত্তর কালের রচনা এবং ঔপনিবেশিক ও সামাজিক পরিকাঠামোর ভিত্তিতে রচিত বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্যের অভিনবপ্রয়াস, তাই আলংকারিক কর্তৃক নির্দেশিত বৈশিষ্ট্যগুলির ন্যুনতা এর মধ্যে পরিলক্ষিত হলেও একে আমরা প্রকরণ শ্রেণীর দৃশ্যকাব্য বলব ।

এই প্রকরণটির লৌকিকবিষয়বস্তু ও কবিকল্পিত কাহিনীর আধারে রচিত । এর নায়ক হচ্ছেন আদিশূর যিনি ধীরোদাত্ত শ্রেণীর । অতএব এইসব দিক বিচার করে বলা যায় এটি প্রকরণ শ্রেণীর দৃশ্যকাব্য । গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থটিতে উপমা, রূপক, অনুষ্টুপ প্রভৃতি ছন্দের প্রয়োগ করেছেন যার ফলে গ্রন্থটি সহৃদয়ের মনোরঞ্জন করেছে ।

১.৮ গ্রন্থরচনায় অলংকারশ্রণীবিচার :-

বলা হয় – "প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে" । অর্থাৎ প্রয়োজন ব্যতিরেকে মন্দ ব্যক্তিও কোন কাজে ব্রতী হয় না । গ্রন্থরচনার পেছনেও গ্রন্থাকারের উদ্দেশ্য থাকে, সেই প্রয়োজনগুলি হল ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, রস, বা আনন্দ । ভামহ বলেছেন –

"ধর্মার্থকামমোক্ষেষু বৈচক্ষণ্যং কলাসু চ ।
করোতি কীর্তিং প্রীতিং চ সাধুকাব্যং নিষেবনম্ ।।

এই প্রয়োজনগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন হল রস বা আনন্দ । বর্তমান গ্রন্হেও আমরা তার সন্ধান পেয়েছি ।

NAME OF THE TEACHER: BARNALI BANERJEE
NAME OF THE DEPARTMENT: SANSKRIT

সেখানে বলা হয়েছে –

"নবীনৈ কাম্যেতে নবয়ূগকথা নূতনং দৃশ্যকাব্যং ।

গতা গ্রন্থাঃ প্রায়ো রসকৃপণতাং প্রাক্তনা নান্যহেতোঃ" ।।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে বহুল প্রাচীন গ্রন্থ থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থাকার কেন নতুন নাটক রচনায় নিজেকে ব্রতী করলেন । উত্তরে বলা হয়েছে –"প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে রসকৃপনতার জন্য সেগুলি পাঠকদের তেমন মনের মনোরঞ্জন করে না বলেই গ্রন্থকার এই অভিনব নাটক রচনায় ব্রতী হয়েছেন । অর্থাৎ এর থেকে প্রমাণিত হয় আলংকারিকদের বিচারে যেহেতু রস বা আনন্দ যেমন কাব্যের প্রধান বস্তু তেমন এখানেও গ্রন্থকারের প্রধান উদ্দেশ্য রস বা আনন্দ তাই অলংশ্রেণীর বিচারে এটি একটি উত্তম শ্রেণীর রচনা হিসাবে পরিগণিত ।

প্রকরণটিতে যেহেতু গ্রন্থাকার শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তাদের সংঘবদ্ধ আন্দোলন, মিছিল প্রভৃতি ঘটনাগুলির প্রধান বিষয়বস্তু - তাই এটি বীররসে অভিব্যঞ্জিত । আবার এই প্রকরণটির অন্তিম লগ্নে আমরা দেখতে পাই শ্রমিকরা অভাবকে ভুলে করার জন্য সুরাকেই তাদের আনন্দের প্রধান উপাদান হিসাবে বরণ করেছেন এবং তাঁরা তাদের সাময়িক দুঃখকে উপশম করার প্রয়াস করছে ।

NAME OF THE TEACHER: BARNALI BANERJEE
NAME OF THE DEPARTMENT: SANSKRIT

নান্দী শ্লোক প্রতিটি নাটকের প্রারম্ভ করা হয় । এই শ্লোকের মাধ্যমে দেবতা, ব্রাহ্মণ, এদের উদ্দেশ্যে স্তুতি করা হয় । বিশ্বনাথ এর লক্ষণ দিয়েছেন –

আশীর্বচনসংযুক্তা স্তুতির্যস্মাতাৎ প্রযুজ্যতে ।
দেবদ্বিজনৃপাদীনাং তস্মান্নান্দীতি সঙ্গিতা ।।

এই নান্দী চতুর্বিধ । এই প্রথা আমাদের বর্তমান গ্রন্থেও অনুকরণ করেছেন । বর্তমান প্রকরণে নান্দীতে পার্থসারথি বিষ্ণুর স্তুতি করা হয়েছে ।

নান্দী শ্লোকের যে চতুর্বিধ প্রকারভেদ রয়েছে তার মধ্যে আমরা একে নমস্কারাত্মক বলতে পারি ।

১.৯ অঙ্কভিত্তিক বিশ্লেষণ :-

গ্রন্থটি পাঁচটি অঙ্কে বিভক্ত । নিম্নে ক্রমান্বয়ে আলোচনা করা হল ।

প্রথম অঙ্ক :-

প্রথম অঙ্কের সূচনা হয়েছে এক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে । লাল পতাকা উত্তলন করে "জয়তু বিপ্লবঃ" "জয়তু শ্রমিকানাং প্রচেষ্টা" – এই শ্লোগানের মধ্য দিয়ে শ্রমিকেরা তাদের শোভাযাত্রা শুরু করেছে । অতঃপর শ্রমিকনেতা ও তার সহকর্মীদের মধ্যে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে আন্দোলনের

NAME OF THE TEACHER: BARNALI BANERJEE
NAME OF THE DEPARTMENT: SANSKRIT

প্রকৃত হেতু । কিভাবে শিল্পপতিরা শ্রমিকদের স্বল্প পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তারা নিজেরা বিলাশবহুল জীবনযাপন করে তা আমরা জানতে পারি । আবার অনেক সময় তাদের সেই স্বল্প পারিশ্রমিক থেকেও বঞ্চিত করা হয় ।ধনী ব্যক্তিরা

দরিদ্রের দারিদ্রতারূপ পাশ দ্বারা আবদ্ধ করে রাখে । তাদের বিপ্লব যাতে সফল হয় তাই তারা একত্রিত হয়ে দিবা রাত্রি পরিশ্রম করে, কোন প্রকার প্রলোভন তাদের মার্গভ্রষ্ট করে না । এই ভাবে শ্রমিকদের বিপ্লবযাত্রার মধ্য দিয়ে প্রথম অঙ্কের সমাপ্তি ঘটেছে ।

দ্বিতীয় অঙ্ক :-

দ্বিতীয় অঙ্কে দেখা যায় শ্রমিকদের বেতন কেটে নেওয়া হয়, যার খবর পরিবহন সংস্থার উচ্চপদস্থ অধিকারীর কানে পৌছায় । শকটাগারের সর্বাধ্যক্ষ হলেন 'আদিশূর' । শ্রমিকদের প্রতি সর্বাধক্ষ্যের সহৃদয়তা ও সহমর্মিতা সর্বজনবিদিত । সর্বাধ্যক্ষ নিপীড়িত ও শ্রমিকদের সর্বতোভাবে সহায়তা করেন । সর্বাধ্যক্ষ দ্বারা বাস শুল্কের বৃদ্ধি বিষয়ে বার্তালাপ চলে । এইসবের মধ্যদিয়ে দ্বিতীয় অঙ্কের পরিসমাপ্তি ঘটে ।

NAME OF THE TEACHER: **BARNALI BANERJEE**
NAME OF THE DEPARTMENT: **SANSKRIT**

তৃতীয় অঙ্ক :-

তৃতীয় অঙ্কের সূচনা হয়েছে পৌর কার্যালয়ের দৃশ্যের মধ্য দিয়ে । রঙ্গমঞ্চে আসেন সর্বাধ্যক্ষ । কলকাতা পরিবহন সংস্থার সঙ্গে সঙ্গে দূর্গাপুর ও উত্তরবঙ্গের পরিবহনসংস্থার কার্যভারও তার ওপর দেওয়া হয় । এরপর তিনি রাজ্যপালের তত্ত্বাবধানে রাজধানী কলিকাতাতে Night service Bus চালু করেন । এরপর দূর্গাপুর পরিবহন সংস্থার শ্রমিকদের মধ্যে আন্দোলনের অগ্নি জ্বলতে থাকে । সর্বাধ্যক্ষ অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে তা প্রশম করেন ও শ্রমিকদের শান্ত করেন ।

সর্বাধ্যক্ষ দীঘাসৈকত সেবা, খড়গপুরে যাত্রী বিশ্রামাগার প্রভৃতি স্থাপত্যগুলির রূপায়ণ করেন যার ফলে সমগ্র শ্রমিকনেতাগণ সর্বাধ্যক্ষের প্রশংসায় মুখর হয় । এছাড়া কলিকাতা থেকে রাঁচিগামী বাসের শুভসূচনা ইত্যাদি জাতীয় একগুচ্ছ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করেন । এভাবে দেখা যায় সর্বাধ্যক্ষ তাঁর বুদ্ধির মাধ্যমে সঙ্কটকালীন অবস্থা কাটিয়ে উঠেন ।

চতুর্থ অঙ্ক :-

চতুর্থ অঙ্কের প্রারম্ভে দেখা যায় ইন্দ্রনীল ও রত্নাকরকে । তাদের উভয়ের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে শ্রমিক আন্দোলনে চিত্রভানুর শহিদ হওয়ার খবর জানা যায় । চিত্রভানুর পরিবার এক চরম সংকটের সম্মুখীন হয় । কিছু গাড়ি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কর্মচারীদেরও চাকরি থেকেও বহিষ্কার করা হয় । শ্রমিকরা

NAME OF THE TEACHER: BARNALI BANERJEE
NAME OF THE DEPARTMENT: SANSKRIT

নিজেদের দুঃখ উপশম করার জন্য মদ্যপান করে । এই কঠিন পরিস্থিতির দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ –

"দুঃখেঽপি হসিতুং প্রবৃত্তোঽয়ং । ক্ষণিকসুখং দদাতি নো মদিরৈব বঞ্চিতেভ্যঃ ।শ্রমিকানাং জীবনং দুঃখপূর্ণং । অভাব তেসাং নিত্যসঙ্গী বিষাদশ্ব সহদোর ইব "।

পঞ্চম অঙ্ক :-

এরপর রঙ্গমঞ্চে আসেন অপর এক শ্রমিক নেতা নাম নির্মাল্য । নগররক্ষী তথা পুলিশ প্রশাসন কিরূপ শ্রমিক এবং কর্মচারিদের মতে দুর্ব্যবহার করে তার বিবরণ আমরা এর মুখ থেকে পাই । রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হওয়ায় পুলিশ বিনা টিকিট এ বাসে চড়ন, কর্মচারিদের প্রতি জোর জুলুম করেন, তাদের আঘাত করেন ।এরপর সর্বাধ্যক্ষকে কলকাতা, দূর্গাপুর ও উত্তরবঙ্গের chief controller হিসাবে নিয়োগ করা হয় । তিনি রাজ্যসচিবের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে সমস্ত সমস্যার সমাধান করেন । শেষে সকল কর্মচারি সর্বাধ্যক্ষের জয়গান করলে সর্বাধ্যক্ষ সংস্থা ও কর্মচারিদের জয়গান করার কথা ঘোষণা করেন। "সংস্থাকারীণাং জয় এব মম" । এরপর এক জয়ধ্বনি ও সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে নাটকটির সুখসমাপ্তি ঘটে ।

এভাবে গ্রন্থকার বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য তার লেখনীর মধ্যদিয়ে শ্রমিকদের এক নীরস ও কঠোর বাস্তবচিত্রকে চিত্রিত করেছেন । তার লেখনীর সর্ম্পে প্রতিটি চরিত্র যেন জীবন্ত হয়ে ওঠেছে । তিনি শ্রমিকদের অন্তজীবন অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে অনুভব করেছিলেন বলেই এরূপ একটি রচনায় ব্রতী হয়েছেন

ও সফল হয়েছেন । পৃথিবীতে প্রেমিক, বিদ্বান পুরুষ প্রচুর আছে কিন্তু বিত্তহীন মানুষদের দারিদ্রতাকে অনুভব করেন এরূপ বিদ্বান ব্যক্তি

NAME OF THE TEACHER: BARNALI BANERJEE
NAME OF THE DEPARTMENT: SANSKRIT

দুর্লভ । আমাদের বর্তমান গ্রন্থকার তাই এইদিক দিক থেকে এক ব্যতিক্রমি ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক ।

১.১০ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী :

A. শার্দূলশকটম্ কি জাতীয় রূপক ? এর রচয়িতা কে ।
B. নান্দী শ্লোকে কার স্তুতি করা হয়েছে ?
C. কোন প্রেক্ষাপটে দৃশ্যকাব্যটি রচিত ? এর নায়ক কে ।
D. স্ত্রীচরিত্রবর্জিত একটি আধুনিক রূপকের নাম লেখ ?
E. শার্দূলশকটম্ প্রকরণটির শ্রেণী বিচার কর ।
F. শ্রমিক আন্দোলন বিষয়ে যা জানো লেখ ।
G. আদিশূরের চরিত্র বিশ্লেষণ কর ।
H. সামাজিক মূল্যবোধ ও সমাজপরিবর্তনে শার্দূলশকটম্ নাটকের অবদান লিখ ।